সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতী

আহলে বাইতের পরিচয় ও সমাজ এতিমের

সুফি সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতী

আহলে বাইতের পরিচয়
ও
সমাজ এতিমের

র‍্যামন পাবলিশার্স

দ্বিতীয় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১২
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৮
গ্রন্থস্বত্ব : সম্পূর্ণ মুক্ত

ISBN 984-8161-369-1

র‍্যামন পাবলিশার্স-এর পক্ষে ২৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে
সৈয়দ রহমতউল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত
ফোন : ৯৫১৫২২৮, ফ্যাক্স : ৭১৬৫৬৬৭
E-mail : ramonpublishers@ gmail.com
এম. হক কম্পিউটার্স ৪৫ বাংলাবাজার থেকে কম্পোজ
সালমানী মুদ্রণ সংস্থা ৩০/৫ নয়াবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত

মূল্য : ৪০.০০ টাকা মাত্র

প্রকাশকের কথা

যান্ত্রিকতার এযুগে কোরান প্রদর্শিত পথে সমাজের নেতা বা সমাজ পরিচালকের স্বরূপ কেমন হবে তার বাস্তব উদাহরণ এ গ্রন্থ। নবিগৃহের অর্থাৎ নবির শিক্ষার আদর্শগত ঘরের অধিবাসীগণকেই বলা হয় আহ্‌লাল বাইত বা আহ্‌লে বাইত। কোরান রক্তের বংশধরকে কখনো বংশধর বলে স্বীকার করেন না বরং আদর্শের বংশধরকেই বংশধর বলে সম্মানিত করেছেন।

যাঁরা বিষয়বস্তুর আশ্রয় হতে মনকে ছিন্ন করে অর্থাৎ বিষয় মোহের বন্ধন ছিন্ন করে মানসিকভাবে সম্পূর্ণ নির্ভরতামুক্ত মহাজ্ঞানী সত্তায় উন্নীত হয়ে গেছেন তাঁরাই এতিম। এতিমগণ দেহ নিয়ে বসবাস করেও জগদ্বাসী থাকেন না, এতিমগণই হলেন বিশ্বের প্রকৃত মালিক।

অথচ আজকের দেহসর্বস্ব ভোগবাদী বিশ্বে তাঁরা চরমভাবে নিগৃহীত-অবহেলিত। আর এর জন্য আমরা সবাই দায়ী, বিবেকবোধের কাছে ধরাশায়ী। আমাদের কি এটা জানা উচিত নয় কোরান কে? রসুল কে? এ গ্রন্থ সে সব প্রশ্নের উত্তর যোগাবে।

সার্বজনীন আহলে বাইতের পরিচয়

কোরানুল করিমের সুরা আহ্‌যাব

(৩৩ : ৩২–৩৫) অনুবাদ

৩২. হে নবির সর্বকালীন নারীগণ, তোমরা অসীম অখণ্ড নারীকুলের কাহারও মত নহ; তোমরা যদি তাকওয়া কর তবে কথাদ্বারা (বা কথার সঙ্গে) দুর্বলতা (বা হীনতা) প্রকাশ করিও না; তাহা করিলে যাহাদের অন্তরে একটা ব্যাধি আছে তাহারা লোভ চরিতার্থ করিবে, এবং কথা বল জ্ঞাতসারে।

৩৩. এবং তোমরা তোমাদের (আপন আদর্শের) গৃহে অবস্থান লও (অথবা, বিশ্রামগ্রহণ কর নিজগৃহে), এবং পূর্বকার জাহেলিয়াতের (মূর্খতার) মত বিস্ফারিত নয়নে (নারী তথা ধনসম্পদের প্রতি) তাকাইও না, এবং সালাত দাঁড় কর এবং জাকাত দাও, এবং আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের অনুগত হও। তোমাদিগ হইতে, যাহারা আহলাল বাইত, তাহাদের অপবিত্রতা দূর করার জন্যই আল্লাহ এইরূপ ইচ্ছা করেন, এবং তোমাদিগকে একই পবিত্রতায় পবিত্র করিবার ইচ্ছা করেন।

৩৪. এবং যোগ লাগাও তাঁহার সঙ্গে আল্লাহর আয়াত হইতে এবং বিজ্ঞান হইতে যাহা তিনি তোমাদের ঘরের মধ্যে তেলাওয়াত করেন (অর্থাৎ বিশ্লেষণমূলক পাঠ করেন)। নিশ্চয় আল্লাহ একজন সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞাতা।

৩৫. নিশ্চয় আত্মসমর্পিত নর ও নারীগণ এবং মোমিন নর ও নারীগণ এবং অনুগত নর ও নারীগণ এবং আল্লাহর ভয়ে ভীত নর ও নারীগণ এবং সত্য প্রত্যক্ষকারী নর ও নারীগণ এবং অবিরাম সিয়ামকারী নর ও নারীগণ এবং আত্মপরিতৃপ্তি সংরক্ষণকারী নর ও নারীগণ এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ ও সংযোগকারী নর ও নারীগণ–আল্লাহ তাহাদের জন্য প্রস্তুত করেন ক্ষমা এবং আজমতওয়ালা একটি প্রতিদান।

শব্দার্থ :

আহলাল বাইত : অর্থ গৃহটির অধিবাসী বা বিশিষ্ট গৃহের অধিবাসী। আমরা ইহাকে 'আহ্‌লে বাইত' নামেই উল্লেখ করিয়া থাকি। এই শব্দটি লইয়া দলীয় মতভেদ কম সৃষ্টি হয় নাই। কেহ বলেন, ইহাদ্বারা মহানবির স্ত্রীগণকে বলা হইয়াছে। আবার কেহ বলেন, মহানবির বংশ হইতে উদ্ভূত তথা ফাতেমার (আ) বংশজাত মহান ব্যক্তিগণকে উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে, যদিও এই মত অসম্পূর্ণ। এর কারণ জন্মকাল হইতে যাঁহারা আপন রব সংলগ্ন এবং জাগ্রত তাঁহাদিগকে 'মাসুম' বলা হয়। সুতরাং মাসুমগণকে পুনরায় পবিত্র করিয়া তোলার উল্লেখ করা একেবারেই মূঢ়তা।

উল্লিখিত প্রথম তিনটি বাক্যকে আয়াতে তাৎহির বলা হইয়া থাকে। যদিও এই বাক্য তিনটি মহানবির স্ত্রীগণকে উপলক্ষ করিয়া নাজেল হইয়াছে তথাপি বিষয়টি একেবারেই সর্বকালীন এবং সর্বজনীন একটি কথা। প্রকৃতপক্ষে নবিগৃহের তথা নবির শিক্ষার আদর্শগত গৃহের অধিবাসীগণকেই বলা হইয়াছে আহ্‌লাল বাইত বা আহ্‌লে বাইত।

خضع = সমর্পণ করা, বিনীত হওয়া, অস্তমুখী হওয়া, বিশ্রাম লওয়া, বিশ্রাম বা শান্তভাবের দিকে লইয়া যাওয়া, নুইয়া পড়া, মন্দের দিকে অনুপ্রাণিত করা ইত্যাদি।

Be submissive, humble; submit; be near, setting; rest; bring to rest, quiet, bend, incite to anything bad, walk along vigorously etc.

طمح = লোভ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা করা, মনযোগের সহিত অথবা বাসনালুব্ধ হইয়া তাকান, উদ্‌গ্রীব হইয়া তাকান, বড় পদ বা মর্যাদালাভের চেষ্টা করা, অবাধ্য হওয়া, কোনও কিছু পাওয়ার জন্য চরম চেষ্টা করা, কোনও কিছু লইয়া পলায়ন করা, মাটিতে পড়িয়া যাওয়া ইত্যাদি।

Have higher things in view; look at attentively or longingly gaze; strive to rise. to rise, to obtain a higher rank or dignity; be disobedient; make the highest efforts to obtain a thing; go or run away with; fall to the ground etc.

بسرج বিস্ফারিত নয়ন, এমন চক্ষু থাকা যাহার মনির চারিধারের সাদা অংশ দৃশ্যমান থাকে, প্রচুর পানাহার করা, দেখিতে আকর্ষণীয় ইত্যাদি।

Have eyes the white of which is visible all round the black; have food and drink in abundance; look well etc.

সুরা আহ্‌যাবের বাক্য চারিটির ব্যাখ্যা

৩২. 'সর্বকালীন নবির নারীগণ' অর্থাৎ সর্বকালের কামেল মোর্শেদের নিকট আত্মসমর্পণকারী ভক্তবৃন্দ। অস্তিত্বে, সুতরাং জীবজগতে, দুই প্রকার অস্তিত্ব বিদ্যমান : পুরুষ ও প্রকৃতি বা নারী। পুরুষ চালক, প্রকৃতি বা নারী চালিত। মানুষ জীবশ্রেষ্ঠ হইয়াও প্রকৃতিগতভাবে অসীমরূপে নারী হইয়াই রহিয়াছে। সাধনায় সিদ্ধিলাভ ব্যতীত এই অসীম নারীত্ব ত্যাগ করিয়া পুরুষ অর্থাৎ মুক্তমানুষ হইতে পারে না। নারীত্বের অসীম বন্ধনে সে আবদ্ধ হইয়াই থাকে, হউক সে দেহগতভাবে নারী অথবা পুরুষ।

এই বাক্যে নেসা শব্দ দুইটির উপরে দীর্ঘ মদ রহিয়াছে। অর্থাৎ এই বিশ্বের সবাই নারী কিন্তু যাহারা নবির আদর্শগত গৃহের অধিবাসী হইয়াছে অর্থাৎ মহানবির অথবা তাঁহার কোনও প্রতিনিধির শিষ্যত্ব গ্রহণ

করিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহারা সারাবিশ্বের নারীকুলের কাহারও মত সাধারণ নারী নহে। এর কারণ তাহারা পুরুষ হওয়ার পথে অগ্রসর হইতেছেন। গুরুর শিক্ষাগ্রহণ করিয়া তাহার যদি গুরুগত ভাব লইয়া কর্তব্যপরায়ণ হন তবে তাহাদের কথার মধ্যে বস্তুমোহ ও নারীমোহের প্রতি দুর্বলতা প্রকাশ না হওয়া উচিত। এরূপ হইলে যাহাদের অন্তরে এই দুর্বলতার ব্যাধি আছে তাহারা সমাজের মধ্যে তাহাদের ভোগবাদমূলক ইচ্ছাকেই চরিতার্থ করিয়া তুলিবে। সেই ক্ষেত্রে মোমিনের ইচ্ছা অনুযায়ী সমাজ সংগঠন ও বস্তু নিয়ন্ত্রণ হইতে পারিবে না। তাই তাকওয়াকারীর তথা আল্লাহ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বনকারীর উচিত বস্তুমোহের সামাজিক নিয়ন্ত্রণবিষয়ে জ্ঞাতসারে অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত কথা বলা। যাহারা আরেফ নয় অর্থাৎ জ্ঞানী নয় এবিষয়ে তাহাদের সাবধানে কথা বলা উচিত। মোহাম্মদী নারীগণের পক্ষ হইতে ভোগবাদের দুর্বলতা কথায় প্রকাশ হইলে তাহা খুবই মারাত্মক।

৩৩. قَرَّ অর্থ শান্তভাবে বা স্থায়ীভাবে বাস করা, দৃঢ় হইয়া থাকা। বিশ্রাম প্রাপ্ত হওয়া।

"তোমাদের মধ্যে যাহারা আহলে বাইত" অর্থাৎ নবির আদর্শের ঘরে যাহারা আশ্রয়গ্রহণ করে।

এখানে নবির আদর্শে আশ্রিত নারীগণকে তাঁহাদের নিজ নিজ গৃহে শান্তভাবে তথা স্থায়ীভাবে বিশ্রামপ্রাপ্ত হইয়া থাকার আদেশ দিতেছেন। বাহির বিশ্বে কোথাও স্থায়ী আশ্রয় নাই। আপনদেহের ভিতরে মানসিকভাবে আশ্রয়গ্রহণ করিয়া মনের ও দেহের কর্মকাণ্ডসমূহের গতিবিধির ধ্যানযোগের দ্বারাই কেবল বিশ্রামলাভ করিয়া শান্ত হইয়া যাইতে পারে। এইরূপ বিশ্রাম ব্যতীত জন্মচক্রের ভ্রমণ শেষ হয় না।

বস্তুমোহের প্রতি তথা অসীম নারীত্বের প্রতি লোভাতুর হইয়া বিস্ফারিত নয়নে তাকাইতে নিষেধ করিতেছেন। নবির আদর্শে আশ্রিত নারীগণ অর্থাৎ সাধক ব্যক্তিগণ এইরূপ করিলে সালাত ও জাকাতের আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সমাজ বস্তুমোহে নিমজ্জিত হইয়া দুঃখময় হইয়া উঠে। সালাত ও জাকাতের অনুশীলনের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের পরিপূর্ণ অনুসরণদ্বারাই কেবল অসীম নারীবন্ধন তথা বস্তুবন্ধনের মোহ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়।

আল্লাহরও ইহাই ইচ্ছা যে, এইরূপ ব্যবস্থা অনুসরণ করিলে নবির আদর্শগত গৃহের নারীগণের মনের মোহজনিত অপবিত্রতা দূর করিয়া একই পবিত্রতায় তাহাদিগকে পবিত্র করিয়া তুলিবেন। 'রিজিস' অর্থ শেরেকের অপবিত্রতা বা মোহ কালিমা। 'একই পবিত্রতা' অর্থ চরম পবিত্রতা। জাহান্নাম ও জান্নাতের মনোজগতের পবিত্রতার মধ্যে বহু স্তরভেদ আছে। কিন্তু জান্নাত অতিক্রম করিয়া চরম পবিত্রতার মধ্যে আর কোনও স্তরভেদ থাকে না, কারণ সে, পর্যায়ে পৌছিলে মানুষ 'পুরুষ' হইয়া যায়। এই পর্যায়কে লা মোকাম বা রসুলের নাম অনুসারে মোকামে মাহমুদা বলা হয় নবির নারীগণকে ব্যতীত অন্য নারীদিগকে এইরূপ চরমভাবে পবিত্রকরণের কাজে আল্লাহতালা ব্যস্ত হন না।

৩৪. এককভাবে পবিত্র হইতে চাহিলে তোমাদের ঘরের ভিতরে অর্থাৎ দেহের ভিতরে যাহা তিলাওয়াত করা হয় অর্থাৎ দেহের ভিতরে যাহা তিলাওয়াত করা হয় অর্থাৎ বিশ্লেষণমূলক পাঠ শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার স্মরণ ও সংযোগ কর।

দৃষ্টি, শ্রবণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা যাহা কিছু মস্তিষ্কের মধ্যে গ্রহণ করি তাহাই আল্লাহর আয়াত। এই আয়াতগুলি সঠিকভাবে গ্রহণ করার পদ্ধতির অপর নাম ধর্মবিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান নবি অথবা তাঁর প্রতিনিধির

নিকট শিক্ষণীয়। সর্বযুগের অলিয়ে কামেল বা কামেল মোর্শেদগণই মহানবির প্রতিনিধি। আল্লাহর আয়াত ও বিজ্ঞানের তেলাওয়াত অর্থাৎ পাঠ নবির অনুসারীদের গৃহে অর্থাৎ তাহাদের দেহের ভিতরেই গুরুর শিক্ষা অনুযায়ী অনুশীলন করা হইয়া থাকে। যাহারা গুরুর অনুসারী নয় তাহাদের দেহের ভিতরে আল্লাহর পরিচয় ও বিজ্ঞানের পাঠ হয় না। যাহারা সম্যক গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী আয়াতসমূহের সঙ্গে এইরূপ সূক্ষ্ম যোগ লাগায় তাহারাই নিজেদের মধ্যে আত্মদর্শনের সহিত আল্লাহ্‌কেই সূক্ষ্ম দ্রষ্টা ও জ্ঞাতারূপে অনুভব করে।

৩৫. এই বাক্যে মহানবির ঘরের নারীদের পর্যায়ক্রমের একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে। বিশ্বের অন্যসব নারী হইতে নবির গৃহের নারীগণ স্বতন্ত্র মর্যাদাপ্রাপ্ত। তাহারা নিম্নবর্ণিত গুণের অধিকারী ও অধিকারিনী। যথা :

তাহারা মোসলেম নরনারী অর্থাৎ সমর্পণকারী নরনারী। তাহারা মোমেন নরনারী অর্থাৎ বিশ্বাস অর্জনকৃত নরনারী। তাহারা আনুগত্যকারী নরনারী অর্থাৎ বিনীতভাবে অনুগত নরনারী। তাহারা সাদেক পুরুষ ও নারী অর্থাৎ মনের মধ্যে উদিত ও আগত আয়াতরাণি সাদাকাতকারী বা প্রত্যক্ষকারী পুরুষ ও নারী। তাহারা ধৈর্যশীল নরনারী। অর্থাৎ মনের মধ্যে সুখদুঃখ উভয় প্রকার আয়াতরাশির আগমন পর্যবেক্ষণে যাহাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না। তাহারা আল্লাহর ভয়ে ভীত নরনারী। তাহারা সত্য প্রত্যক্ষকারী নরনারী। তাহারা অবিরাম সিয়ামকারী নরনারী। তাহারা আত্মপরিতৃপ্তি সংরক্ষণকারী নরনারী। তাহারা আল্লাহকে অধিক স্মরণ ও সংযোগকারী নরনারী।

উল্লিখিত গুণের শ্রেণীভুক্ত নরনারীগণের জন্য আল্লাহ অবিরতভাবে ক্ষমার কার্য সুসম্পন্ন করিতে ব্যস্ত থাকেন এবং তাহাদের নিজ নিজ রেয়াজতের আজমতওয়ালা প্রতিদান দিয়া থাকেন।

বাক্য চারিটির ভাবার্থে এখানে কোরান বলিতেছেন: "হে, নবির অনুসারী সর্বকালীন নারীগনণ, তোমরা যদি বস্তুমোহের দুর্বলতা প্রকাশ কর তবে তোমাদের ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত না হইয়া বিশ্বের অসীম নারীকুলের ইচ্ছাই বিশ্বসমাজে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। যাহাদের অন্তরে বস্তুমোহের একটি ব্যাধি আছে তাহারা মানুষকে বঞ্চিত বা শোষণ করিয়া বস্তুলাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করে। সুতরাং আল্লাহ ও রসুলের নির্দেশিত বস্তুবাদের সঠিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য তোমরা দৃঢ়তা ও সাবধানতা অবলম্বন করিও। কথায় দুর্বলতা প্রকাশ করিয়া সুযোগসন্ধানীদের বস্তুমোহ বাড়াইয়া তুলিও না। এ বিষয়ে মোহাম্মদী নীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের কথা বলিও। বস্তুভোগের সামাজিক দুর্বলতা প্রকাশ করিও না এবং নবির দলভূক্ত হওয়ার পূর্বেকার প্রচলিত ভোগনীতির দিকে যাইও না। নারীমোহ তথা ধনমোহের কথা জ্ঞানের সহিত বলিও। এই জ্ঞান অর্জন করার একমাত্র উপায় হইল আপন গৃহের মধ্যে থাকিয়া বা বিশ্রাম লইয়া আত্মদর্শন করিবার শিক্ষাগ্রহণ করা, তথা সালাত ও জাকাতের শিক্ষা গুরু হইতে গ্রহণ করা। আপন গৃহের বাহিরে কোনোই বিশ্রাম নাই এবং জীবনদর্শনের কোনও জ্ঞানই বাহির হইতে পাওয়া যাইবে না। নবির নারীগণই শুধু এই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করিতে পারে অর্থাৎ সালাত ও জাকাতে কামিয়াব হইতে পারে।"

চৌদ্দ মাসুম ভিত্তিক প্রার্থনা

১. (হে) আল্লাহর সামগ্রিকতা (অর্থাৎ শুদ্ধ মোর্শেদের সামগ্রিকতা), নিশ্চয় আমি তোমার কাছে চাই (বা প্রার্থী হইয়া আছি একজন মোহাম্মদের সত্যের সঙ্গে (বা একজন মোহাম্মদের সত্যের দ্বারা বা একজন মোহাম্মদের সত্য) এবং তুমি হইলে প্রশংসিত।

২. এবং একজন আলীর সত্যের দ্বারা এবং তুমি হইলে আলা।

৩. এবং ফাতেমার সত্যের সঙ্গে এবং তুমি হইলে মন এবং দেহ বিচুর্ণকারী।

৪. এবং হাসানের সত্যের দ্বারা এবং তুমি হইলে সুন্দর।

৫. এবং হোসাইনের সত্যের দ্বারা এবং তুমি হইলে উপকারের আদি সহায়ক।

৬. এবং হোসাইনবংশের নয়জন পবিত্র ইমামের সত্যের সহিত–তাঁহাদের উপরে (আমার) সালাত এবং সমর্পণ।

৭. সামগ্রিকভাবে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরের উপরে (বা পুত্রদের উপরে) সালাত করেন।

ব্যাখ্যা

১. এখানে একজন সমর্পিত ভক্ত আল্লাহর সামগ্রিকতার নিকট অর্থাৎ তাঁহার আপন মোর্শেদের সামগ্রিকতার নিকট চাহিদার প্রার্থনা জানাইতেছে। আল্লাহ একাকী নহেন। মানসিকভাবে সম্পূর্ণ শিরিকমুক্ত হইয়াই তিনি তাঁহার আপন দরবারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যেমন জড়াইয়া থাকেন তেমনই আবার উচ্চতম পরিষদের সঙ্গেও বিজড়িত আছেন। এইজন্য তাঁহার নিকট যে সব প্রার্থনা করা হয় তাহা পূরণ করা বিষয়ে উচ্চতম পরিষদের সবার যেমন অনুমোদন রহিয়াছে তেমনই এই অনুমোদন দানের

ব্যাপারে তাঁহার প্রচার কেন্দ্র দরবারটিও সম্পর্কযুক্ত থাকে। এইজন্য আল্লাহ তা'লাকে সম্বোধন করা ব্যাপারে 'ইয়া আল্লাহ' বলিয়া ডাকা অপেক্ষা 'আল্লা হুম্মা' বলিয়া সম্বোধন করা অধিক সুন্দর অর্থাৎ যথার্থতা বহন করে।

ভক্ত তাহার আল্লাহর নিকট চাহিদার যে প্রার্থনা জানাইতেছে তাহা নির্দিষ্ট কোনও একটি চাহিদা নয় বরং তাহা সার্বিক এবং ব্যপক। এবং এই সর্বাঙ্গিন চাহিদাগুলির প্রত্যেকটি মোহাম্মদী হকের সঙ্গে অর্থাৎ মোহাম্মদী সত্যের সঙ্গে যেন সম্পর্কযুক্ত থাকে। জীবনের যেখানে বা যাহাতে মোহাম্মদী হক নাই তাহা ভক্তের চাহিদা হইতে পারে না।

ভক্ত জানে যে, তাহার গুরু একজন সম্যক গুরু। তাই তিনি মোহাম্মদী ধনভাণ্ডারে ভরপুর হইয়া মাহমুদ হইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং মোহাম্মদী হকের ধারার সঙ্গে বিজড়িত করিয়া তাহার চাহিদাসমূহ পূরণ করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইতেছে, যেহেতু ইহাতেই রহিয়াছে ভক্তের সর্বাঙ্গিন কল্যাণ।

"যেই মোর্শেদ সেই তো রসুল, ইহাতে নাই কোনও ভুল, খোদাও সে হয়, একথা লালন কয় না কোরানে কয়" এইকথা ফকির লালনের একার কথা নয়। সকল কামেল মোর্শেদই এইকথা বলিয়াছেন। এবং ইহা কোরানে প্রচ্ছন্নভাবে সর্বত্র বিধৃত রহিয়াছে।

২. তাহার গুরু তথা তাহার আল্লাহ, খাস করিয়া পাঞ্জাতন পাকের এবং রসুলবংশের মাসুম ইমামগণের একান্ত অনুরক্ত। তাহার গুরু মাওলা আলীর সাধনা করিয়া আলীর গুণরাজি অর্জন করিয়াছেন। এইজন্য ভক্ত তাহার গুরুর দানসমূহ মাওলার চারিত্রিক গুণের সত্যদ্বারা মণ্ডিত করিয়া ভক্তের দিকে প্রবাহিত করার প্রার্থনা জানাইতেছে।

কিসের জন্য এই প্রার্থনা? ভক্তের দেহে মনে বাহির হইতে দৃশ্য, শব্দ গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি যাহা কিছু আসিতেছে এবং মন হইতে যাহা কিছু

উদয় হইতেছে, সেই সকলবিষয় যেন মাওলা আলীর গুণাবলী দ্বারা মণ্ডিত হইয়া তাহার মধ্যে অবস্থান লয়—ইহাই গুরুর নিকট ভক্তের সার্বিক প্রার্থনা।

সম্যক গুরু পাক পাঞ্জাতনের আশ্রিত। আলী অর্থ সমুচ্চ। আল্লাহর এক নাম আলী। যিনি আলীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি আলা। এইরূপ গুণপ্রাপ্ত ব্যক্তি লা- মোকায় স্থানপ্রাপ্ত থাকেন। আলীকে (আঃ) অনুসরণ করিয়া সম্যক গুরু 'আলা' হইয়াছেন । আলী (আঃ) মোহাম্মদের (আঃ) মধ্যে হারাইয়া বা লীন হইয়া আলা হইয়া আছেন। সুতরাং আলীকে আশ্রয় করিয়া সম্যক গুরুও আলা অর্থাৎ সমুচ্চ হইয়া আছেন।

৩. গুরু হইলেন মন ও দেহ বিচূর্ণকারী অর্থাৎ মৃত্যুদানকারী। আল্লাহ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তাহার রবরূপে তথা গুরুরূপে বাতেনী অবস্থায় বিরাজিত আছেন। সম্যক গুরু তাহার জাহেরী গুরু। জাহেরী গুরুর অনুসরণ করিয়াই বাতেনী গুরুর পরিচয়প্রাপ্ত হয়। বাতেনী গুরু দেহমন বিচূর্ণ করেন অর্থাৎ মৃত্যুদান করেন, এবং জাহেরী সম্যক গুরু সেবিষয়ে সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত থাকেন। লা-মোকামে স্থানলাভ না করা পর্যন্ত দেহমন বিচূর্ণ হইলে মানুষকে পুনরায় মাতৃগর্ভে অবস্থান লইতেই হয়।

গুরু হইলেন দেহমন বিচূর্ণকারী অর্থাৎ মরার আগে মরিয়া যাওয়ার পদ্ধতি দানকারী। তিনি যেমন নিজের দেহমন বিচূর্ণ করিয়া সৃষ্টির বন্ধন হইতে মানসিকভাবে মুক্ত হইয়া গিয়াছেন তেমনই আবার শিষ্যগণকে মুক্তিদানের জন্য সেই শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। এইরূপ শিক্ষার্থী প্রার্থনা জানাইতেছে যেন গুরু তাহার মনকে একেবারে চিরকালের জন্য বিচূর্ণ করিয়া দেন অর্থাৎ মুক্তির হালে পৌছাইয়া দেন। যদি সে পর্যন্ত পৌছান সম্ভব না হয় তাহা হইলে অন্ততপক্ষে মা ফাতেমার হকের সহিত তাহার পুনর্জন্ম যেন হয়। অর্থাৎ তাহার গুণে গুণান্বিত একজন মহৎমহিলার গর্ভে অবস্থান লাভ করা যায়।

৪. মোহসিন অর্থ সুন্দর। একজন মানুষের মধ্যে সালাত মূর্ত হইয়া উঠিলে তাহাকেও মোহসিন বলে, যেহেতু সালাত সকল সৌন্দর্যের মূল উৎস। এখানে ভক্ত প্রার্থনা জানাইতেছে যে, তাহার গুরুর আশীর্বাদের দানসমূহ যেন ইমাম হাসানের সত্যের সহিত তাহার উপর বর্তায়। তাহার গুরু সালাতের মূর্ত একটি ভাণ্ডার হইয়া মোহসিন হইয়াছেন। যাহা সুন্দর তাহাই সত্য, তাহাই মোহসীন অর্থাৎ তিনি মুর্ত সালাত।

৫. 'ক্বাদিমুল এহসান' অর্থ প্রাচীন বা আদি সাহায্য বা সহায়তা। মুক্তি পথের মৌলিক এবং আদিম সাহায্যপ্রাপ্তির উৎস হইল জেহাদ। জেহাদ ব্যতীত আত্মিক উন্নতির দ্বিতীয় কোনও পথ নাই। নফসশুদ্ধির জেহাদই আসল জেহাদ। নফসের জেহাদ না করিয়া কোনও একটি সশস্ত্র জেহাদে কেহ যোগদান করিলেও উহা তাহার জন্য যুদ্ধরূপে গণ্য হইবে।

ভক্ত তাহার গুরুকে ক্বাদিমুল এহসানরূপে জানিয়াছে। তার গুরু মোজাহেদ সম্রাট হোসাইন আলাইহে সালাতু অসসালামের জেহাদী শিক্ষাগ্রহণ করিয়া যেরূপ আত্মিক সাহায্য সহায়তা লাভ করিয়াছেন তাহাদ্বারা তিনি নিজেই সার্বিক সাহায্যদানের উৎসে পরিণত হইয়াছেন। তাই ভক্ত তার জেহাদের পথে গুরুর কাছে সার্বিক কল্যাণ লাভের জন্য হোসাইনী সাহায্যদানের প্রার্থনা জানাইতেছে।

৬. এই বাক্যে হোসাইনবংশের নয়জন পবিত্র ইমামের হকের দ্বারা মণ্ডিত করিয়া ভক্ত তাহার গুরুর নিকট তাহার চাহিদাসমূহ দান করিবার প্রার্থনা জানাইতেছে। এই ইমামগণ হইলেন হজরত জয়নাল আবেদীন হইতে আরম্ভ করিয়া মোহাম্মদ মেহদী (আঃ) পর্যন্ত নয়জন নবিপুত্র মাসুম ইমামগণ। ইঁহাদের সবাইকে রসুলাল্লাহ 'আমার পুত্র' বলিয়াছেন। যে কারণে জনগণ ইহাদিগকে 'ইবনে রসুল' অর্থাৎ রসুলপুত্র বলিয়া সম্বোধন করিত। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা নবির নূরের

পুত্র। উক্ত নয়জন পাক পাঞ্জাতনের গুণের বাহক এবং দাতা। তাই গুরুর নিকট ভক্ত ইমামগণের হকের সহিত জড়াইয়া তাহার চাহিদা পেশ করিতেছে।

৭. আল্লাহ তথা গুরু তাঁহার দরবারের সামগ্রিকতা সহকারে মোহাম্মদের (আঃ) উপরে এবং মোহাম্মদের বংশধরের উপরে করেন সালাত। ভক্ত নিজেও গুরুর সঙ্গে এই সালাতে অংশীদার।

সম্যক গুরুর বৈশিষ্ট

১. স্কুল-মাদ্রাসায় অর্জিত বিদ্যার কোনও মূল্য এখানে নাই। কোনও একজন সম্যক গুরুর সংস্পর্শে থাকিয়া তাহাকে জ্ঞান-সাধনাদ্বারা প্রজ্ঞা বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান অবশ্য অর্জন করিতে হইবে।

২. তাহাকে চক্ষুষ্মান অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন অবশ্যই হইতে হইবে। ইহা দ্বারা তিনি তাঁহার শিষ্যবর্গের প্রত্যেকের প্রতিদিনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সর্বক্ষণ জ্ঞানবান থাকিবেন। ইহাদ্বারা তিনি প্রত্যেক শিষ্যের মানসিক হাল অনুযায়ী তাহাদের প্রত্যেককে তাঁহার উপযোগী এক একটি শরিয়ত বা ব্যবস্থাপত্র দান করিবার যোগ্যতা অবশ্য তাঁহার থাকিতে হইবে (৫ ঃ ৪৮)।

সুরা মায়েদার ৪৮ নং বাক্যের মধ্যস্থিত অংশে বলা হইয়াছে "লিকুল্লে জায়ালনা মিনকুম শরিয়াতান ওয়া মিনহাজান" অর্থাৎ তোমাদের মধ্যকার প্রত্যেকের জন্য আমরা দিয়াছি এক একটি শরিয়ত ও এক একটি সুপ্রশস্ত পথ বা উচ্চপথ।"

"শরিয়ত" অর্থ ধর্মবিধান, জীবনবিধান বা ব্যবস্থা। এই বিধানের তারতম্য অবশ্য হইতে হইবে প্রত্যেক মানুষের মানসিক পর্যায় হিসাবে। মানুষের তারতম্য অনুযায়ী প্রত্যেককে এক একটি শরিয়তের ব্যবস্থা

দানের যোগ্যতা কেবল মাত্র সম্যক গুরুগণেরই হইয়া থাকে। সম্যক গুরুগণ যাহার জন্য যে জীবন ব্যবস্থা দান করিবেন তাহাই তাহার জন্য শরিয়ত। এই শরিয়ত গুরুর নির্দেশমত পালন করিলে সে একটি মেনহাজ অর্থাৎ তাহার উপযোগী একটি সুপ্রশস্ত উচ্চপথ অর্জন করিতে পারিবে। শরিয়ত বা জীবনবিধান পরিবর্তনশীল। জীবনদর্শনে সিদ্ধ সম্যক গুরু যাহাকে যে জীবনবিধান যখন দান করিবেন তখন তাহাই তাঁহার জন্য পালনীয় জীবনবিধান বা শরিয়ত। জাতীয় শরিয়ত কখন কিরূপ থাকিবে তাহাও সম্যক গুরুর শাসনাধীনে নিয়ন্ত্রিত হইতে হইবে।

সম্যক গুরু অখণ্ড সত্ত্বার সঙ্গে একাত্ম বা অবিচ্ছেদ্য হইয়া থাকেন। ইহাই তৌহিদের পর্যায়। এই পর্যায়ে না পৌছিলে শেরেক বর্জন হয় না। সকল সাধনার লক্ষ্যই হইল এই পর্যায়ে পৌছা।

সমাজ এতিমের

THE WORLD SHOULD BELONG TO YATIM

4. SURA NESA

1. O you few followers, be cautious of your Lord Guru, who created you from a unique mind, and created from it (Nafs-e-Wahed), her related materials and raised from both (that is Nafs-e-wahed and related materials) some Men and the rest all women, And be cautious of Allah with whom you ask infinitely and the solutions, Surely Allah is an overseer upon you.

2. And give to the Yatim (that is those lost from materialism) their property, and do not bring change of purity by impurity and do not eat up for the rest of your life their property towards your property. Surely this is a great crime.

3. And if you fear that you cannot do justice in the Yatim (Highest order of the Lord Guru) then join with whom you like from the infinite women (women means ritualist Guru) second and third and fourth. (According to Sufis Mashna, Sulasa and Rub'a, means ritualists, associations and a wise Guru). And if you fear that you cannot do justice to that also then remain alone, or follow whatever you have of your own good. That is very little which will not raise you up (that is, it will not promote you to the desired height).

Explanation

1. Nas : Nas does not mean common mankind, when a jin that is common man surrenders to a Lord Guru he becomes converted as a Nas.

Few : This word is the translation of the 'short Mad' set over the addressing word 'ya'.

Nafs-e-Wahed : Highest stage of Nafs.* Allah is above Nafs, There can be no creation without Nafs; that is every thing comes out of Nafs. After having promotion in Mokam-e-Mahmuda that is in the stage of great No, if the Person intentionally appears physically in creation with a view to salvate mankind then He is called "Nafs-e-wahed." This Existance in person of the highest order is the creator of, 'Nas' that is obedient mankind. One who is Nafs-e-wahed is a Muhammad. Muhammad is the source of all creation.

Muhammad creates His associates and from them both (that is Nafs-e-Wahed and His associates) He creates few Purosh (Men) and innumerable Nari (women). Creation of His associates are nothing other than creation of rituals. This is because without rituals nothing can be created. So be cautious of Allah with whom you have infinite questions and peaceful solutions of the same quearries. Allah is graciously overseeing you.

2. It is natural that you would not be able to comprehend a Nafs of the unique character. So if you cannot adjust yourself in His magnetic zone then leave them with their pure properties and do not create any disturbance in His zone. We are ordered in the Quran not to eat up their properties towards our impure properties, that is not to spoil Their pure environment and authorities towards our impure ones. To do this, is the greatest crime on the Earth.

Maal : properties, goods, wealth. But the word maal has alegorically been represented as to the high characteristics with divine virtues and the teaching of the Persons called as 'Nafs-e-Wahed'. The maal of the common people on the other hand are their debased characteristics and qualities of character.

3. If you feel that you cannot adjust yourself to a Yatim, that is a class one Guru Who is a Purush then you marry a lower kind of Guru from among the Nari class of Guru. In this process you may go to a second and third and a fourth if necessary. But if you cannot adjust yourself with any of them, then remain alone with what

* This stage is above the seven stages of Nafs-e- Mutmainna.

you judge to be good in yourself. But this state of your affairs will not give you any upliftment of your mind; though you may hope there from no fear of fall.

The word 'Nikah' that is marriage, here means surrendering oneself to a Guru. We have rendered the word as 'join with.'

If we cannot get ourselves married to an Yatim then the Quran orders us to marry a female Guru (though not physically female) with whom adjustment may be possible.

Short Comments

We see in the history of the world that a Purush Guru was never accepted but by very few persons. Rather they were all persecuted by Their own people. A Purush Guru is a person who has risen above rituals.

The supposed permission of marrying four wives do not stand by these verses, nor do these indicate Adam to be the first man in creation.

Acording to the Sufis, the words mashan, sulasa and rub'a means rituals, associations and a wise Guru (of this kind). So the interpretation according to the sufis is as follows :

"If you do not find a Guru of the High order or if you cannot adjust yourself with Him, that is with the philosophy of His teachings and His activities then you are advised to join a wise 'Daitabadi' ritualist Guru and other religious associations concerned with the same Guru."

৪. সূরা নেসা (অনুবাদ ১-৩)

১. হে কিছুসংখ্যাক ইনসান, তোমরা তোমাদের রব সম্বন্ধে সাবধান হও যিনি তোমাদিগকে 'নফসে ওয়াহেদ' হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই নফস হইতে তৈরি করিয়াছেন তাঁহার জাওজ (অর্থাৎ সহচর-সহচরী, তাঁহার দেহ, ধর্ম, অনুষ্ঠান ইত্যাদি) এবং এই দুই হইতে বিস্তার করিয়াছেন কিছু পুরুষ এবং অগণিত নারী। এবং আল্লাহ সম্বন্ধে সাবধান

হও যাঁহার নিকটে তোমাদের অফুরন্ত প্রশ্ন এবং (উহাদের) কল্যাণকর সমাধান রহিয়াছে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপরে সংরক্ষণের প্রহরায় আছেন।

২. এবং এতিমের জীবতকাল ব্যাপ্ত তাঁহার মাল এতিমকে দিয়া ফেল এবং পবিত্রতার সহিত খবিশীর (অর্থাৎ অপবিত্রতার) পরিবর্তন আনিও না এবং তোমাদের মালের দিকে তাঁহাদের মাল আজীবন খাইয়া ফেলিও না। নিশ্চয় ইহা একটি মহাঅপরাধ।

৩. এবং যদি আশঙ্কা কর যে, এতিমের প্রতি সুবিচার করিতে পারিবে না (অর্থাৎ তাঁহার সন্তোষযোগ্য সঙ্গত আচরণ করিতে পারিবে না) তাহা হইলে অসীম। অগণিত নারীগণ হইতে যাহাকে ভাল লাগে তাহাকে নিকাহ কর, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় এবং চতুর্থ নিকাহ (অথবা, নিকাহ কর দুই দুই এবং তিন তিন এবং চার চার)। তারপরও যদি ভয় কর যে, (তাঁহার প্রতি) সূক্ষ্ম ন্যায় বিচার করিতে পার না তাহা হইলে একের সঙ্গে (সংযুক্ত) থাক, অথবা তোমাদের আপন ইমান ও নিরাপত্তার যে অধিকার তোমাদের দক্ষিণ হস্তে (অর্থাৎ ক্ষমতাধীন) আছে তাহাতে থাক। কিন্তু উহা এত সামান্য যে, উহাতে উচ্চতা দান করে না।

কয়েকটি শব্দটীকা

নাস : গুরুভক্ত মানুষদিগকে নাস বলে। জন্মগতভাবে মানুষ ইনসান হয় না। জিন প্রকৃতির মানুষকে গুরু তাঁহার শিক্ষার প্রভাবে আনিয়া ইনসানরূপে গড়িয়া তুলেন।

কিছু সংখ্যক : সম্বোধনসূচক শব্দ 'ইয়া' অর্থাৎ 'হে' কথার উপরে ছোট মদ রহিয়াছে। ইহাদ্বারা কিছুসংখ্যক বুঝায়। মানুষরূপে জন্ম নিলেই ইনসান হয় না।

নফসে ওয়াহেদ : উচ্চতম পর্যায়ের নফসকে নফসে ওয়াহেদ বলে। মানুষের নফস চারি প্রকার পর্যায়ভুক্ত :

১. নফসে আম্মারা : যে নফস ভালমন্দ বিচার না করিয়া আপন ইচ্ছামত চিন্তা ও কর্ম করে তাহাকে নফসে আম্মারা বলে।

২. নফসে লাউয়ামা : যে নফস গুরুর শিক্ষা অনুযায়ী আত্মশুদ্ধিকর্মে লিপ্ত আছে এই জাতীয় সাধক নফসকে 'নফসে লাউয়ামা' বলে। লাউয়ামা নফসগণকে আমানু তথা সাধক বলা যাইতে পারে।

৩. নফসে মোৎমায়েন্না : যে নফস আত্মশুদ্ধিকর্মে কমিয়াব অর্থাৎ সফল হইয়া সন্তোষের অবস্থায় আসিয়া প্রশান্ত হইয়া গিয়াছে তাহাকে নফসে মোৎমায়েন্না বলে। এই পর্যায়ের নফস্ এলহামপ্রাপ্ত এবং তাঁহারা মোমিন এবং জান্নাতবাসী এবং জান্নতের সপ্তস্তরের যে কোনও একটি স্তরে আছেন। এবং ইহাদের গুণগ্রামের মধ্যে স্তরভেদ আছে।

৪. নফসে ওয়াহেদ : নফসের এই স্তর সর্বোচ্চমানের স্তর। এই স্তর জান্নাতের সপ্তস্তরের উর্ধ্বে বিরাজিত পরম কর্তাব্যক্তিগণের স্তর, এবং তাঁহাদের সবার মধ্যে চরম এককরূপ বিরাজিত। তাঁহারা সবাই মোহাম্মদ। সকল স্তরের জান্নাতবাসী সবাই তাঁহাদের মুখাপেক্ষি হইয়াই থাকেন। যাঁহারা এলহামদ্বারা চলেন তাঁহারা 'নফসে মোলহেমার'। এই পর্যায়ের ব্যক্তিগণ জান্নাতের মধ্যকার উচ্চ পর্যায়ভুক্ত। নফসে ওয়াহেদ এলহামদানকারী, দাতা।

সুরা নেসার ব্যাখ্যা ১—৩

মানুষের সকল কল্যাণের মূল উৎস এবং কল্যাণদাতা হইলেন নফসে ওয়াহেদ। তাঁহাদের ইচ্ছা অনুযায়ী মনুষ্য জাতির সার্বিক নিয়ন্ত্রণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। উচ্ছৃঙ্খল মানুষকে বাধ্যগত ইনসান বানাইয়াছেন নফসে

ওয়াহেদ তথা মোহাম্মদী নফস। তিনি সকল সৃষ্টির মূল উৎস। এখানে 'জাওজ' অর্থ সঙ্গি, সঙ্গিনী, অনুষ্ঠান, ধর্ম, সংস্কার ইত্যাদি। আনুষ্ঠানিক সকল বিষয়বস্তুই জাওজ। 'জাওজ'এর সহায়তা ব্যতীত সৃষ্টি গতিশীল হয় না। সেই কারণে মোহাম্মদ (আ.) সশরীর আসিয়াই জীবগণকে শিক্ষাদান করিয়া ইনসান বানাইতেছেন। তারপর এই ইনসান অধিক হেদায়েত লাভ করিয়া কিছু পুরুষ হইতে পারিয়াছেন, অবশিষ্ট সবাই যাহারা প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া যায়, তাহাদিগকে নেসা অর্থাৎ নারী বলা হয়।

পুরুষ গুরুগণই প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী এবং সম্যক গুরু। যদি পুরুষ গুরুর সন্ধান পাওয়া না যায়, অথবা পাইলেও তাঁহার ভাবজগতের মধ্যে যদি আমাদের সমন্বয়সাধন না হয়, অর্থাৎ যোগ্যতার অভাবে যদি তাঁহার প্রতি সুবিচার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না হয় তাহা হইলে একজন নারী গুরুকে নিকাহ করার নির্দেশ দেওয়া হইতেছে যিনি হইবেন অনুষ্ঠানবাদী এবং সম্যক গুরুর খাঁটি ভক্ত। সেখানেও যদি মন না লাগে তবে নারী পর্যায়ের গুরুগণের মধ্য হইতেই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় এবং চতুর্থ 'নিকাহ' অর্থাৎ সংযোগক্রিয়াসাধন করিবার নির্দেশ রহিয়াছে।*

সূক্ষ্ম বিচারে যদি তাহাদের কাহারও সঙ্গে মনের সমন্বয় বা মিল না হয় তাহা হইলে নিজেকে লইয়া আপাতত একা থাকাই ভাল। অথবা আপন ইমান ও নিরাপত্তার যে চারিত্রিক শক্তি এ পর্যন্ত অর্জন করা হইয়াছে তাহার উপর দৃঢ় থাকিতে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে। অবশ্য ইহা এত সামান্য কল্যাণ বহন করে যে, ইহাদ্বারা আত্মিক উচ্চতা লাভ করা যাইবে না। অর্থাৎ বিষয়মোহের উর্ধ্বে উচ্চাসন লাভ করা যাইবে না। অবশ্য আপন জ্ঞানবুদ্ধির উপর ভিত্তি করিয়া ইহাতে দৃঢ় থাকিলে পতনের আশঙ্কা থাকিবে না। কমপক্ষে বর্তমান সমপর্যায় লইয়াই পুনরায় জন্মলাভ করা যাইবে। নিম্নগতি হইবে না।

* শরিয়তের বিধানে দৈহিকভাবে নারীগণ গুরু হইতে পারে না এবং আত্মিক উন্নতির প্রয়োজনে গুরু পরিবর্তন করা যাইতে পারে।

এতিম : যাঁহারা বিষয়বস্তুর আশ্রয় হইতে মনকে ছিন্ন করিয়া উহা হইতে নিরাশ্রয় হইয়া গিয়াছেন তাঁহারাই এতিম। প্রকৃত এতিমগণ দেহ লইয়া বসবাস করিয়াও জগতবাসী থাকেন না। এতিমগণই হইলেন বিশ্বের প্রকৃত মালিক।

এতিমের মাল : এতিমগণের উচ্চমানের স্বর্গীয় চারিত্রিক গুণাবলী এবং শিক্ষাসমূহকেই 'এতিমের মাল'রূপে রূপকভাবে বলা হইয়াছে। এতিম যে মালের অধিকারী তাঁহা পবিত্র এবং দুনিয়াবাসী যে মালের অধিকারী তাহা অপবিত্র। দুনিয়াবাসীর কলুষিত মালকে পবিত্র করিয়া গড়িয়া দেওয়ার জন্য এতিমগণ চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু দুনিয়াবাসী এতিমগণের মাল খাইয়া ফেলিয়া অর্থাৎ বিনষ্ট করিয়া নিজেদের মালের দিকেই সবাইকে আকৃষ্ট করিয়া তুলে; এবং বিশ্বময় ভেজাল সৃষ্টি করে। এইজন্য ২ নং বাক্যে ইনসানগণকে বলিতেছেন : "তোমরা এতিমের সম্পদ বিনষ্ট করার বিষয় হইতে বিরত থাকিও। তোমরা নিজেরা যদি তাঁহাদের জীবনদর্শনের মানদণ্ডের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে না পার তাহা হইলে তাঁহাদিগ হইতে নিম্বমানের গুরুগ্রহণ করিরা ক্রমশ অগ্রসর হইয়া চলিও কিন্তু এতিমগণকে তাঁহাদের কর্মক্ষেত্রে বিরক্ত করিও না বা বাধা দিও না। তাঁহাদের মাল সমাজে বর্ধিত হইয়া উঠিবার সুযোগ দাও। লা-মোকামের আত্মিক উৎকর্ষের বিষয় অত সহজ নয় যে, সহজেই তাহা আয়ত্ত করিয়া লইতে পারিবে। মুক্তি দূরবর্তী বিষয়। ধৈর্য ধরিয়া জীবনপথে চলিতে থাক।"

সংক্ষিপ্ত টীকা

জগতের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, অতি নগণ্য সংখ্যক ব্যক্তি ছাড়া পুরুষ গুরুগণকে কখনও জগতবাসী গ্রহণ করে নাই বরং তাঁহারা

নির্যাতিত হইয়াছেন নিজেদের লোকদ্বারাই। একজন পুরুষ গুরু অনুষ্ঠান ধর্মের উর্ধ্বে বিরাজ করেন।

চার স্ত্রী গ্রহণের প্রচলিত অনুমোদন এই বাক্য তিনটি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়। এবং আদম (আ.) যে সৃষ্টির প্রথম মানুষ বলিয়া কথিত আছে সে কথাও প্রতিষ্ঠিত হয় না।

হজরত ইব্রাহিমের (আ.) পুত্র জবেহ্

সূরা সাফফাত ১০০-১১০ অনুবাদ :

১০০. হে আমার রব, আমাকে সৎকর্মশীলদের মধ্য হইতে (একটি সন্তান) দান করুন।

১০১. সুতরাং তাঁহাকে আমরা একটি সহিষ্ণু গোলামের (তথা সন্তানের) সুসংবাদদান করিলাম।

১০২. তারপর যখন তাঁহার (ইব্রাহিমের) সহিত প্রচেষ্টা গ্রহণে (যোগ্যতায়) পৌছিলেন তখন বলিলেন : "হে আমার পুত্র, নিশ্চয় আমি বিছানায় দেখিলাম যে, আমি তোমাকে উৎসর্গ (বা বিশুদ্ধ বা পবিত্র) করিতেছি; সুতরাং তুমি নজর দাও এইবিষয়ে যতদূর তুমি দেখিতে পাও। (ইসমাইল (আ.) দেখিয়া) বলিলেন : "হে আমার পিতা, আপনি যাহা আদিষ্ট হইয়াছেন তাহা করুন। যদি (আমার) অবিরাম ইচ্ছা থাকে আল্লাহর (জন্য), শীঘ্র আমাকে পাইবেন বিশিষ্ট ধৈর্যশীলগণের মধ্যে"।

১০৩. সুতরাং উভয়ে যখন (বা যেইরূপ) আত্মসমর্পণ করিলেন এবং (তিনি) তাঁহাকে বিপদে ফেলিলেন বিশিষ্ট ভাগ্যবানদের জন্য (অথবা ধর্মমন্দিরের জন্য)।

১০৪. এবং আমরা তাঁহাকে হে ইব্রাহিম বলিয়া সম্বোধন করিলাম;

১০৫. নিশ্চয় তুমি দর্শনটিকে সত্যে পরিণত করিয়াছ। নিশ্চয় আমরা ঐরূপে পুরস্কৃত করি সৌন্দর্যমণ্ডিতগণকে।

১০৬. নিশ্চয় ইহা অবশ্য স্পষ্ট বিশেষ বালা।
১০৭. এবং আমরা তাহার (ইসমাইলের) ফেদিয়া (অর্থাৎ আনুগত্য—মুক্তিপণ) দিলাম আজমতওয়ালা শুদ্ধিদ্বারা।
১০৮. এবং আমরা (এই আশীর্বাদ) রাখিয়া গেলাম তাঁহার উপরে (অর্থাৎ তাঁহার আদর্শের উপরে) আখেরিনের মধ্যে।
১০৯. সালাম (অর্থাৎ আনুগত্য) ইব্রাহিমের উপরে।
১১০. এইরূপে আমরা সৎকর্মশীলদিগকে মজুরি দিয়া থাকি।

শব্দার্থ

سعی = পরিশ্রম, চেষ্টা, অর্জন, দৌড়ধাপ, কামাই।
منام = ঘুমাইবার স্থান, বিছানা, শুইবার ঘর, ঘুম, স্বপ্ন। যেহেতু মানুষের আশ্রয়স্থল বা বিশ্রামস্থল বা ঘুমাইবার জায়গা তাহার আপনদেহ, সেহেতু দেহকে রূপক করিয়া কোরানে বিছানা বলা হইয়াছে।
ذبح = জবাই করা, উৎসর্গ করা, শুদ্ধ করা, পবিত্র করা।
تل = ঢিলা, মাটির স্তুপ; (তাল্লুন)=মাটির উপর আছাড় মারা, কষ্টে ফেলা, Throw into difficulties
جبین =ললাটের একপার্শ্ব, কপাল, ভাগ্যবান, ধর্মমন্দির Temple, forehead, brow. মানবদেহের ধর্মস্থান হইল মস্তিষ্কের সামনের বৃহৎ প্রকোষ্ঠটি।

সুরা সাফফাত ব্যাখ্যা ১০০—১১০

১০০. হজরত ইব্রাহিন (আ.) আপন রবের নিকট তাঁহার অবর্তমানে নবুয়তের মিশন চালাইবার যোগ্য প্রতিনিধি দান করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। তিনি নির্দিষ্ট করিয়া যোগ্য সন্তানের জন্য প্রার্থনা করেন নাই বরং সৎসঙ্গি চাহিয়াছেন। নবিগণ তাঁহাদের সঙ্গি এবং সহকারী হিসাবে সৎকর্মশীল ব্যক্তির প্রয়োজন অত্যধিক অনুভব করিয়া থাকেন,

যেহেতু সৎকর্মশীল ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণ মানুষ তাঁহাদিগকে চিনিতে ও বুঝিতে অক্ষম। এবং তাঁহাদের আদর্শ সমাজে বাঁচাইয়া রাখিতে অক্ষম।

১০১-১০২. প্রার্থনার ফলস্বরূপ তিনি ঔরসজাত একটি মাসুম সন্তান লাভ করিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে আত্মশুদ্ধির দিকে যথাযোগ্য শিক্ষাদীক্ষাদান করিতে লাগিলেন। তারপর যখন পিতার সাধন পদ্ধতি অনুযায়ী আত্মিক উৎকর্ষের পরিশ্রম করিয়া মুক্তি অর্জনের চেষ্টা করিবার মত যোগ্য হইয়া উঠিলেন তখন পিতা তাঁহার পুত্রকে এইরূপে বলিলেন : "আমি আমার দেহের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি দিয়া দেখিলাম যে, আমি তোমাকে পবিত্র করিয়া গড়িতেছি; তোমাকে দেহের বন্ধন হইতে মুক্তির দিকে উৎসর্গ করিতেছি। অতএব তুমিও ইহা আপনদেহের ভিতরে ধ্যানের নজর দিয়া যতদূর সম্ভব পরিষ্কারভাবে দেখিয়া লও। তারপর তুমি আমার ইচ্ছা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয় বিচার করিয়া দেখ।"

পিতার দীক্ষা অনুযায়ী পুত্র তাহার আপনদেহের ভিতরে ধ্যানযোগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া মানবমনের উদ্ধারের এই মহাপর্বের গভীর তাৎপর্য নিজেই ধ্যানযোগে উপলব্ধি করিয়া বলিলেন : "হে আমার পিতা, আপনি যেইভাবে উপর হইতে আদিষ্ট হইয়াছেন সেইভাবেই আমার উদ্ধারকার্য সমাধা করুন। আপনার নির্ধারিত ধারায় আমি কঠোর আত্মিক সাধনায় একটুও ধৈর্যচ্যুত হইব না। আমি আমার ইচ্ছাকে অবিরামভাবে আল্লাহর ইচ্ছায় মিশাইয়া রাখিব। তারপর যদি আমার মধ্যে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তির ইচ্ছা অবিরাম হইয়া যায় তবে অবশ্য শীঘ্রই আমাকে ধৈর্যশীলগণের মধ্যে পাইবেন। অর্থাৎ আমি ধৈর্যশীল বলিয়া গৃহীত হইতে পারিব।"

'ইচ্ছা' শব্দটির উপর অসীম মদ রহিয়াছে। ইহাদ্বারা এই ইচ্ছাটি বান্দার অসীম ইচ্ছা বুঝায়। অখণ্ড এবং অসীম বা অবিরাম ইচ্ছাপোষণ না করা পর্যন্ত পরম সত্যে উপনীত হওয়া যায় না।

পিতাপুত্রের উৎসর্গটি ক্ষণিকের জন্য নয়, বরং তাহা সারাজীবন ব্যাপ্ত। ছোট মদ প্রয়োগদ্বারা এই অর্থ পরিস্ফুট হইয়াছে। পিতা হইতে আত্মদর্শনের শিক্ষালাভ করিয়া পুত্র জনগণকে হেদায়েতদানের যোগ্যতায় পৌছিলেন। এই অবস্থায় পুত্রকে উৎসর্গ করিবার যে নির্দেশ হজরত ইব্রাহিমকে (আ.) দেওয়া হইয়াছে তাহা উভয়ের সারাজীবন পরিব্যাপ্ত হেদায়েতকার্যের একটি বিষয়।

১০৩. তারপর উভয়ের একই ভাবের উপর তথা আল্লাহর ইচ্ছার উপর উভয়ে সারাজীবনের জন্য আত্মসমর্পণ করিলেন। ইহাদ্বারা পুত্রকে বিপদগ্রস্ত করা হইল। দেহের চাহিদা বহির্ভূত ধ্যানযোগ দেহী মানুষের জন্য একটি কষ্টকর অবস্থা। তাহাকে এই কষ্ট 'জাবিনের জন্য' দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ ভাগ্যসৃষ্টির জন্য, কপালসৃষ্টির জন্য, কপালে জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তোলার জন্য, ধর্মমন্দিরের জন্য। 'জাবিন' অর্থ ধর্মমন্দির। মানব মস্তিষ্কের সম্মুখভাগকে 'জাবিন' অর্থাৎ ধর্মমন্দির বলা হয়। ইহাকে শুদ্ধ করিয়া সকল ধর্ম হইতে মুক্তিদান করার কাজই নবিগণের মিশন।

১০৪-৫. এই কষ্ট দেখিয়া উচ্চতম পরিষদের দয়া হইল, তাই তাঁহারা ইসমাইলের গুরুকে (অর্থাৎ পিতাকে) ঘোষণা করিয়া জানাইলেন : "হে ইব্রাহিম, তুমি তোমার সত্যদর্শনকে পুত্রের মধ্যে বাস্তবায়িত করিয়াছ। নিশ্চয় আমরা এইরূপেই সৌন্দর্যের অনুশীলনকারীগণকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি"। যাঁহারা আল্লাহর গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে মনের সৌন্দর্যবর্ধন করেন এবং এই অনুশীলন অবিরাম করিবার সংকল্পগ্রহণ করেন তাঁহাদিগকেই দেহের সকল বন্ধন হইতে মুক্তি দেওয়া হয়।

১০৬. মানুষের নফসের নিকট মুক্তিলাভের এই বিষয়টি বিশেষ প্রকার আপদ ব্যতীত নয়। কারণ ইহা ধ্যানমার্গে বা ধ্যানজগতে কঠোর পরীক্ষাস্বরূপ রাখা হইয়াছে। 'বিশিষ্ট আপদ' কথার উপর মদ স্থাপন

করিয়া সাধনার মধ্যে এই আপদের সার্বজনীনতা বুঝান হইতেছে। এই আপদ অর্থাৎ পরীক্ষা অতিক্রম করা ব্যতীত কেহই মুক্তি অর্জন করিতে পারে না। এই আপদ প্রকাশ্যভাবে জ্ঞাতব্য একটি বিষয়।

১০৭. 'জিবহিন আজিম' অর্থ আজমতওয়ালা শুদ্ধিক্রিয়া। যেইরূপ আত্মশুদ্ধি করিলে পরিপূর্ণ আত্মিক শক্তি অর্জন করা যায়। এই অর্জন, উপরওয়ালা হইতে প্রাপ্তব্য মহাদান।

ইসমাইলকে দেহের বন্ধন হইতে যে মুক্তি দেওয়া হইল তাহাও এইরূপ শুদ্ধিক্রিয়ার মাধ্যমেই করা হইয়াছিল। তাঁহার এই শুদ্ধিক্রিয়াটি তাঁহার জন্য মুক্তির পণস্বরূপ ছিল।

১০৮. 'আখেরাত'এর দুইটি অর্থ : ক. পরবর্তীকাল বা পরবর্তী জীবনকাল। ভালমন্দ সবাই এইরূপ আখেরাতপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। খ. এলহামপ্রাপ্তি হইতে আরম্ভ করিয়া মুক্তির পূর্ব পর্যন্ত জীবনের সকল স্তরকে আখেরাত বলে। এইরূপ আখেরাত অর্থ জান্নাতের জীবনকাল। কোরানে এই দুই অর্থের বাহিরে তৃতীয় কোনও অর্থ নাই।

এই বাক্যে দ্বিতীয় অর্থটি বহন করিতেছে। শব্দটি হইল 'আখেরিন' অর্থাৎ আখেরাতে অবস্থানকারীগণ। এখানে সর্বস্তরের জান্নাতবাসীগণ। ইসমাইল (আ.) একজন নবির বিশেষজাত সন্তান। সুতরাং তিনি জান্নাতী বা আখেরাতবাসী।

হজরত ইব্রাহিমের (আ.) দ্বারা ইসমাইলের (আ.) মুক্তিলাভের এই মহান আদর্শ সকল আখেরাতবাসীর মধ্যে আদর্শরূপে রাখা হইল।

অতীতকালের মহামানবগণের জীবনের বিশেষ ঘটনাগুলির কোনও কোনও বিষয় আদর্শরূপে আমাদের জন্য চিরস্মরণীয় করিয়া রাখা হইয়াছে, যেন আমরাও উক্তরূপ আমল করিয়া সেইরূপ একটি আশীর্বাদ লাভে জীবন সার্থক করিয়া তুলিতে পারি।

দ্রষ্টব্য : এখানে কথাটি হইল 'আখেরিনদের মধ্যে'; 'আখেরিনদের জন্য' নয়। 'জন্য' থাকিলে তাহাদের মধ্যে এই আদর্শের উপস্থিতির নিশ্চয়তা বুঝায় না। 'মধ্যে' কথাদ্বারা বুঝায় যে, এই আমল তাহাদের মধ্যে আদর্শরূপে রহিয়াছে। জান্নাতবাসীগণ অধোগতির দিকে কখনও যান না।

উক্ত বাক্য কয়টির উপর মন্তব্য হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, নবি-রসুল এবং অলিগণের কোরবানি অর্থাৎ ত্যাগ-সাধনক্রিয়ার মধ্যে জীবহত্যা নাই। তাঁহাদের কোরবানির এই আদর্শকে সমাজে সাধারণ স্মৃতিপটে স্মরণীয় রাখার জন্য আনুষ্ঠানিক কোরবানির প্রয়োজন আছে। আনুষ্ঠানিক কোরবানির মধ্যে পশুহত্যা অত্যন্ত সীমিতভাবে রাখা হইয়াছে যদিও মানুষ সেই সকল সীমালঙ্ঘন করিয়া যদেচ্ছা পশুহত্যা করিয়া থাকে। অনুষ্ঠান সর্ব অবস্থায়ই মূল আদর্শের ক্ষুদ্র প্রতীক।

যাহারা কোরানের সার্বজনীন ধর্মদর্শন হইতে বিচ্যুত ভাববহন করেন তাহাদের একদলের মতে ইসমাইলের (আ.) এই কোরবানি স্থগিত করিয়া রাখিয়াছিলেন হজরত হোসাইনের (আ.) আপন আত্মবলির বিনিময়ে। আবার অন্যমতে, ইসমাইলের পরিবর্তে স্বর্গ হইতে আনীত একটি দুম্বা জবাই হইয়া গিয়াছিল বলিয়া সে প্রবাদ বাক্য চলিয়া আসিতেছে তাহা মোটেই সত্য হইতে পারে না। নবি ইসমাইলের তুলনায় একটি দুম্বা কেমন করিয়া আজমতওয়ালা মহান হইতে পারে তাহা চিন্তাই করা যায় না। পশু সাধারণ মানুষের জন্য অহরহ জবাই হইয়া ধন্য হইয়া থাকে; আর একজন মহাপুরুষের তুলনায় একটি পশু অধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার তো কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে পশু জবাই হওয়ার কোনও উল্লেখই নাই।

অতীতকালের মহামানবগণের জীবনের বিশেষ ঘটনাগুলির কোনও কোনও বিষয় আদর্শরূপে আমাদের জন্য চিরস্মরণীয় এবং অনুসরণীয়

করিয়া রাখা হইয়াছে, যেন আমরাও উক্তরূপ আমল করিয়া সেইরূপ একটি আশীর্বাদ লাভে জীবন সার্থক করিয়া তুলিতে পারি।

১০৯. বিশিষ্ট কয়েকজন নবির উপরে সালামের যে উল্লেখ দেখা যায় তাহাদ্বারা আল্লাহ তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিতেছেন মনে করিলে ভুল হইবে। আনুগত্যের মাধ্যমে জনগণকে তাঁহাদের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িবার জন্য আদেশ করিতেছেন। নবিগণের উপর আনুগত্যে ঝুঁকিয়া পড়া চিরন্তন আশীর্বাদস্বরূপ রাখা হইয়াছে। 'মদ' এই ইঙ্গিত এখানে বহন করিতেছে। শাহাদাত বা আত্মোৎসর্গ হইল সালামত বা শান্তির মূল উৎস। এখানে ইসমাইলের কোরবানি সম্পাদন ক্রিয়াদ্বারা পিতাপুত্র উভয়ে আপন আপন কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এইরূপ মনোভাব এবং আচরণকে পরবর্তীকালের লোকদের জন্য আদর্শরূপে ঘোষণা করিলেন উচ্চতম পরিষদ।

সালামের পরে যেখানে 'মিন' থাকিবে সেখানে সালাম অর্থ হইবে মুক্তি; সকল দোষ হইতে এবং বিপদ হইতে মুক্ত; যথা (৩৬ : ৫৮)।

আনুষ্ঠানিক পশু জবেহ্

'কোরবানুন' অর্থ নিকটবর্তী হওয়া, নৈকট্য।

'জবেহ্' অর্থ হত্যা নয়, বরং শুদ্ধ করা, পবিত্র করা, উৎসর্গ করা। এই উৎসর্গ প্রভুর দিকে অর্থাৎ প্রভু গুরুর মহত্তের দিকে। অর্থাৎ আল্লাহর দিকে আপন নফসানিয়াতের তথা পশুত্বের উৎসর্গ করিতে হয়। ইহাই আমাদের কোরবানি।

হাদিসের বক্তব্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, আনুষ্ঠানিক কোরবানিতে সাতজন, দশজন, চল্লিশজন একত্র হইয়া এক পশু জবাই করিতে পারে। "পশুতে অংশগ্রহণ করা" কথাটি ভাল নয়। অংশগ্রহণ করিতে হইবে একটি দলে অর্থাৎ জমাতে। এক এক দলে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা

নির্ণয়ের ব্যাপারটি গুরুত্ববহ নয়। একজন মোমিন ইমামের নেতৃত্বে তাঁহার মোক্তাদিগণ তাঁহারই নির্দেশমত কোরবানি করিবে—ইহাই গুরুত্ববহ। এবং চাঁদ উঠিবার সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া ইয়াওমুল আজহার সালাত পালন করা পর্যন্ত এই দশদিন অবশ্য এতেকাফে থাকিবে। দশদিনের অনুষ্ঠান পালন শেষ করিয়া অবশেষে তাহাদের ইমামের নেতৃত্বে সবাই একত্র হইয়া একটি পশু ইমামের নির্দেশিত নিয়মে 'জবেহ্' করিবে। কে, কতটুকু, কোন্ নিয়মে এতেকাফ অবস্থা পালন করিবে তাহা নির্দেশদানের অধিকার একমাত্র ইমাম সাহেবের এখতিয়ারভুক্ত। ইহার কারণ, ইমাম একজন এলহামপ্রাপ্ত সত্যদ্রষ্টা মহাজ্ঞানী ব্যক্তি। এইরূপ ইমামের নির্দেশে এতেকাফ পালনের পরেই কেবল পশু কোরবানি করা যাইতে পারে। অন্যথায় উহা নিছক একটি পশুহত্যা, এবং তাহাতে হত্যার অপরাধ জড়িত থাকে।

এতেকাফ ও এহরাম—একটি গৃহের, অপরটি বহির্বিশ্বের। উভয়ই অবশ্য করণীয় অনুষ্ঠান। ইহা শুধু বাহ্যিক অনুষ্ঠান নয় বরং ইহা একটি মানসিক হাল সৃষ্টির মহড়া। আনুষ্ঠানিক সমূহ পদ্ধতি বাঞ্ছিত মানসিক হাল তৈরি করিবার সহায়ক ব্যবস্থা মাত্র।

আত্মোৎসর্গ করাই কোরবানির মূললক্ষ। মহাপুরুষের কোরবানিতে পশু জবেহ প্রয়োজনহীন। সাধারণের কোরবানি অনুষ্ঠানে পশু জবেহ করার প্রয়োজনীয়তা এতটুকু যে, ইহা না রাখিলে অনুষ্ঠানধর্ম জনমনে দুর্বল হইয়া যায়।

প্রচ্ছদ চিত্রণ
মাহবুব কামরান